

Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবর্তা

MONTHLY

মূল্য : ২ টাকা

মাসিক

Vol : VI Issue : VIII, 15th, Nov, 2018 কার্তিক, ১৪২৫, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র
প্রদর্শন



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস

জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৮৭০

মৃত্যু - ১৬ই জুন, ১৯২৫



১লা অক্টোবর ২০১৮ 'বিশ্ব প্রবীণ' নাগরিক দিবসে শ্রী রাধারমণ দাঁ মহাশয়কে সম্মাননা
জানাচ্ছেন সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী

দেশবন্ধু বন্দনা

“এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান”

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

I "Deshbandhu was one of the greatest of men He dreamed talked of freedom of India and of nothing else.... His heart knew no difference between Hindus and Mussolmans and I should like to tell Englishman, too, that he bone no ill - will to them)

- Mahatma Gandhi

এক অনন্য অভিজ্ঞতা

অক্টোবর মাসে অনুমিত কার্যকরী সভায় সিদ্ধান্ত হল বরিষ্ঠ সদস্যদ্বয়, যারা এখন বার্ধক্য। রোগের কারণে চলৎশক্তিহীন, তাদের বাড়িতে গিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান হবে। এই দুই সদস্য হলেন ডঃ. প্রাণশঙ্কর সাহা এবং ডা. গৌরী পদ দত্ত। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাম রমণ ভট্টাচার্য, দীপেশ মিত্র, রাধা দত্ত, স্নেহাংশু চাকদার এবং বর্তমান প্রতিবেদক ৩০ তারিখ সকালে তা প্রাণশঙ্কর সাহা'র কাটজুনগরের বাড়িতে ফুল ও ফল নিয়ে গেলাম।

ডা. সাহা শয্যাসায়ী এবং করাল রোগ তার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু মুখের হাসি কাড়তে পারেনি। জনপ্রিয় ডাক্তার, ৯৩ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন পৌরপিতা, প্রাণশঙ্করদা বেধুনের সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে

আমাদের সঙ্গে জড়িত আছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রাণশঙ্কর দার জন্মই আমাদের বেঙ্গল ল্যাম্প বস্তি, গোবিন্দপুর বস্তি এবং রংকল বস্তির মেডিকেল ক্যাম্প গুলো চালু করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে এগুলো আমরা চালাতে পারছি না। সেই কর্মচঞ্চল মানুষটির বর্তমানে অবস্থা দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। আমাদের দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠেছিলেন। এক অব্যক্ত বেদনায় প্রাণশঙ্করদার চোখ জলে ভরে উঠছিল। আজীবন আদ্যোপান্তে বামপন্থায় বিশ্বাসী মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ প্রাণশঙ্করদার কর্মক্ষেত্র ছিল কার্টজুনগর সহ সমগ্র ৯৩ ওয়ার্ডে। এই সংকট মুহুর্তে তাঁর প্রয়োজন বড় বেশি অনুভূত হচ্ছে। দ্রুত আরোগ্য কামনা করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

সেখান থেকে আমরা গেলাম পিয়ারলেস হাসপাতালের কাছে ডাঃ গৌরীপদ দত্তর বাড়ি। সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন আর এক সদস্য অশোক রঞ্জন ধর। আমরা ফুল ও ফল দিয়ে শুভেচ্ছা জানালাম। ডাঃ দত্ত ও অসুস্থ শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, পঠনের ক্ষমতা হারিয়েছেন, কিন্তু অসাধারণ স্মৃতি শক্তি এবং জীবনশক্তিতে ভরপুর।

রাজ্য জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রবক্তা ডাঃ দত্ত বাঁকুড়া জেলার জয়পুর গ্রামে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আজীবন মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী, স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ, প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত হবার জন্য চিন্তাধীন সেবা সদনের অধ্যাপকের পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। বাঁকুড়া জেলার তিন বারের বিধানসভার সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পরিকল্পনা পর্বদের প্রাক্তন সদস্য ডাঃ দত্ত যতদিন সুস্থ ছিলেন মানবসেবায় নিবেদিত ছিলেন। বেথুনের প্রথম দিন থেকে জড়িত আছেন, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে অসংখ্য প্রবন্ধ, গল্প, ও কবিতা রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের সবচেয়ে যেটা ভালো লাগল ৯১ বছর বয়সে, অসুস্থ শরীরেও বাঁকুড়া তথা পশ্চিমবঙ্গের অস্ত্র শ্রেণীর মানুষদের জন্য নিরস্তর ভাবনা চিন্তা

করেছেন, অনর্গল রবীন্দ্র কাব্য আবৃত্তি করছেন। মার্কসবাদের তত্ত্বে মধ্যে না ঢুকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানুষের দুঃখ দরিদ্র ও অসুস্থতার কারণ বোঝার চেষ্টা করেছেন। আমরা তো জানি কম্যুনিষ্ট হওয়ার জন্য যুবা বয়সেই বাড়ি থেকে বিতাড়িত, অথচ সগর্বে বলছেন, আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। অদ্ভুত বৈপরীত্য, কিন্তু কোনো ফাঁকি নেই, এই বয়সেও চিন্তার দেখ্যো নেই। তাঁর মেয়ে বলছিলেন আমাদের এই আগমনে তাঁর বাবা যেন কয়েকদিনের অস্বিজেন পেলেন। আর আমরা পেলাম, অস্থির সময়ে পথ চলার দিশা। কয়েক দিনের নয়। সারা জীবনের অস্বিজেন। উদাত্ত কণ্ঠে গৌরীদার আবৃত্তি ‘মাগো, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ পথে’ —

এখনও কানে বাজছে। আসার সময়ে তাঁর অসংখ্য অপ্রকাশিত প্রবন্ধের কয়েকটি নিয়ে এলাম। যদিও এই বাছাই খুবই কাস্থিত ছিল, কারণ প্রত্যেকটিই অসাধারণ, ‘প্রবীণ বার্তার’ আগামি সংখ্যা থেকে প্রবন্ধ গুলি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে।

এক মধুর স্মৃতি নিয়ে আমরা দ্বিপ্রহরে বাড়ি ফিরে এলাম।

গৌতম রায় চৌধুরী
৩১.১০.২০১৮

১ অক্টোবর ২০১৮ বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রতিবেদক - স্নেহাংশু চাকদার

১ অক্টোবর সোমবার বিকাল ৫টায় ডাঃ কৃষ্ণ হালদার-এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্ব প্রবীণ দিবসের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। বিশ্ব প্রবীণ দিবস উপলক্ষে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন সারা বিশ্বে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী এই দিনটি উৎযাপন করে আসছি। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত

হয়ে একাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে বাধা অনেক। সব অংশের মানুষ একই লক্ষ্যে কাজ করতে পারলে কোন কাজই কঠিন নয়। আর এই লক্ষ্যে চলতে গিয়ে আমরা দেখছি মানুষকে এক্যবদ্ধ করার কাজে আমরা ব্যস্তরা শুধু নয় নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সামিল করতে হবে। তাই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এসব কাজে সবাইকে সামিল করতে পারি।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রবীণ নাগরিকদের অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের দেশে সে তুলনায় কিছুই নেই। টাকার দাম কমছে, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠছে তখন আমাদের সরকার প্রবীণদের জন্য ব্যাকের জমার উপর সুদ কমিয়েছে। আর গ্রামীণ ভারতে যে লক্ষ কোটি প্রবীণ-প্রবীণারা রয়েছেন তাদের অবস্থাতো কহতব্য নয়। কেন্দ্রীয় স্তরে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের ব্যবস্থা চাই। এজন্য প্রয়োজন আন্দোলন। কিন্তু বাস্তবে তা করা যাচ্ছে না। আগামী ২রা নভেম্বর আলিপুরদুয়ারে ওয়েস্টবেঙ্গল সিনিয়ার সিটিজেন ফোরাম-এর সম্মেলন ডাকা হয়েছে। আমরা সেখানে যোগ দেবো আর আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে আমরা একাজে সামিল হবার আবেদন রাখবো। নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সবাই মিলে চেষ্টা করলে একাজে আমরা সফল হবই।

অনুষ্ঠানের অতিথি বক্তা শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়কে ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করে নেন সভাপতি। শ্রী মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন বর্তমান পরিস্থিতির সাথে অতীতকে মিশিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে চলবে না। বর্তমানে রাজনীতি ও ধর্মকে এক করে ফেলা হয়েছে। ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে দেশে এমন পরিস্থিতি তৈরী করা হয়েছে যা থেকে বেড়িয়ে আসতে না পারলে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাবে। ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে। মিথ্যাচার দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে প্রবন্ধ লিখে প্রচার করা চলছে, কিছু লোক তা বিশ্বাস করছে।

কিছু প্রবীণ লোক নিজেরা নিজেরদের কাজ খুঁজে নিয়েছেন। কিন্তু বেশীরভাগ লোক একাজটা করতে পারেননি। তারা নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেন। হতাশার মধ্যে দিন কাটান। বয়সের সাথে সাথে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে। কম বয়সে আমরা যা মনে রাখতে পারি বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক কিছুই আমরা মনে রাখতে পারি না। বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে চলছে আমাদের সকলেরই তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং নিজেরদের স্বার্থেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। বেথুনের কাজের প্রশংসা করে বলেন যে কাজ আপনারা করে চলেছেন তা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

বিশ্ব প্রবীণ দিবসে প্রতি বছরই এই সংস্থা বিশিষ্ট জনদের সম্মাননা প্রদান করে আসছে। এবছর সম্মাননা জানানো হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সৈনিক শ্রী রাধারমণ দাঁ-কে। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পি. আর. সি.-তে স্বল্প খরচে ডাক্তারের পরামর্শসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয়। শ্রী রাধারমণ দাঁ-এর পরিচিতি পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। স্মারক, মানপত্র, উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

তারপর শুরু হয় সঙ্গীতানুষ্ঠান। একে একে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী জগৎ বসু ও শ্রীমতি ব্রততী দাস। শ্রী দীপেশ মিত্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী।

কঠনালিতে রবির কিরণ

মৃণাল দত্ত

ভালোবাসার অন্দরে বুঝি

কাল নাগিনীর ছোবল! ২০১৮র মার্চ

আসানসোলে গৈরিক পতাকা

রক্তলাল হলো সাম্প্রদায়িক বিষে

রাম নবমীর পুণ্য দিবসে এ যেন

সভ্যতার অস্তিম আর্তনাদ।
ঘনিত অন্ধকারে আলোর বার্তা দিলেন
নুরানি মসজিদের ইমাম
মৌলানা ইমদাদুল রশিদি। সেদিন
ঘাতকের নৃশংস হাত হত্যা করেছে
প্রাণপ্রিয় সন্তান শিবতুল্লাকে।
কীনাঙ্গা শেষে অশ্রুলোচনে সিক্ত ইমাম
শোনালেন সভ্যতার মর্মবাদী ঘৃণা নয়,
প্রতিশোধ ও নয়, সকলে মিলেমিশে থাকো
শান্তি বজায় রাখো।
প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে
অর্জিত মানব সভ্যতার শিক্ষা
প্রদীপ্ত হলো ইমামের আন্তরিক বাণীতে
আম্মার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠলেন তিনি।
পিতা,
আপনি আমাদের আন্তরিক সালাম নিন।

।। আধার আধেয় ।।

তুষার পঞ্চানন

হামিদ আর সুরত একই অফিসে কাজ করে। আজ তাদের সংগঠনের একটি জমায়েত আছে। বিভিন্ন সংগঠনের ডাকে নিজেদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য এই জমায়েত। অফিস ছুটির পর ওরা হাঁটতে হাঁটতে জমায়েতে এল। ঘন্টা দুয়েক সভা চললো। তারপরে মিছিল করে কিছুটা গিয়ে জমায়েতের কাজ শেষ হল। জায়গাটা হামিদের বাড়ীর কাছে। কাজেই দুজনেই এখন হামিদের বাড়ীর কাছে। কাজেই দুজনেই এখন হামিদের বাড়ী চললো। বাড়ীতে ঢুকেই সুরত বললো, ভাবী আপনার হাতের আলুর বড়া খাবো। হামিদের স্ত্রী বললো, ঠিক আছে আপনারা বসুন, আমি এখনই ভেজে আনছি। তারপর আলুর বড়া আর মুড়ি খেয়ে দুজনেই সুরতর বাড়ী গেল। সেখানে কিছুক্ষণ আলোচনার পর সুরতর স্ত্রী চা নিয়ে এল সঙ্গে সুরতর বছর পাঁচেকের ছেলে সাম্য। ছেলে হাঁসতে হাঁসতে বললো, কাকু তোমার কাপটা ভেঙে গেছে। তাই আজ তুমি বাবার কাপে চা খাচ্ছে। হামিদ বললো, তাই নাকি? তাহলে বাবার কি হবে! সাম্য

বললো, বাবা ভাঙা কাপে চা খাচ্ছে। জানো, মা বলেছেন, কাপটা তো আসল নয়, আসল হল চা যে কোন পরিষ্কার পাত্রে দিলেই হল। নোংরা পাত্রে ভাল জিনিস দিলেও কেউ নেয়না, মা তো খুব সুন্দর ভাবেই বুঝিয়েছেন। তুমি মনে রেখ।

প্রসঙ্গ : ডায়াবেটিস

World Health Organization

(WHO) এর রিপোর্ট বলছে ২০৩০ সালে ডায়াবিটিস মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠবে। International Diabetes Federation (IDF) এবং WHO ডায়াবেটিস সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে ১৯৯১ সালে ১৪ নভেম্বরকে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস' রূপে ঘোষণা করে। সেই থেকে প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট বিষয় (Theme) নিয়ে সারা বিশ্বে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। বিগত কয়েকটি বছরের বিষয় Theme :

2013 - Protect our Future :

Diabetes Education and Prevention.

2014 - Go Blue for Breakfast

2015 - Healthy Eating

2016 - Eyes on Diabetes

2017 - Women and Diabetes -

Our right to a healthy future

ডায়াবিটিস কী :-

ডায়াবিটিস একটি ক্রনিক ডিজিজ। আমাদের অগ্নাশয় থেকে (প্যানক্রিয়াস) স্বাভাবিক পরিমাণে ইনসুলিন যখন উৎপাদন হয় না বা শরীর ইনসুলিনকে সক্রিয় ভাবে ব্যবহার করতে পারে না তখন ডায়াবিটিস হয়। ইনসুলিন হরমোন রক্তে শর্করার পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক অর্থে ডায়াবিটিস মানে হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে উচ্চ শর্করা। ডায়াবিটিস দু'ধরনের - টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু।

ডায়াবিটিস কী ক্ষতি করে —

ডায়াবিটিস হলে ধীরে ধীরে হার্টের, রক্তবাহের চোখের, কিডনির এবং নার্ভের ক্ষতি হয়। স্ট্রোকের কারণ হতে পারে। শরীরে কম রক্ত - প্রবাহ, ফুট আলসার, ইনফেকশন হতে পারে। ডায়াবেটিস - রেটিনোপ্যাথি থেকে অন্ধত্ব হতে পারে। হতে পারে কিডনি ফেলিওর।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ডায়াবিটিস প্রতিরোধে প্রথমেই দরকার ব্লাড গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ, টাইপ ওয়ান ডায়াবিটিস হলে চিকিৎসকরা ইনসুলিন দেন। টাইপ টু ডায়াবিটিস হলে চিকিৎসকরা ওরাল মেডিকেশন এবং অনেক সময় ইনসুলিনও দেন। ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। ফুট কেয়ারেরও প্রয়োজন। সহজ জীবন যাপন করলে আপনি ডায়াবিটিসের কবলে না-ও পড়তে পারেন। অন্তত টাইপ টু ডায়াবিটিসকে ঠেকাতে পারবেন। হেরিডিটারি ডায়াবিটিস হলে অন্য কথা। টাইপ ওয়ান ডায়াবিটিস কী কারণে হয় সে বিষয়ে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা একমত নন। ডায়াবিটিস টাইপ ওয়ান না টাইপ টু গন্ডগোল সেই ইনসুলিন হরমোনকে ঘিরেই। দেহের ওজনকে ঠিক রাখতে হবে। শারীরিকভাবে সচল থাকুন, অন্তত দিনে তিরিশ মিনিট ব্যায়াম করুন, হাঁটুন, মডারেট পরিশ্রম করুন — তাহলেই বডি ওয়েট কন্ট্রোলে থাকবে। সুখম আহার করুন, ফল-সবজি বেশি করে খান। চিনি ও শর্করা জাতীয় খাবার এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবার কম খান। তামাক সেবন করবেন না। এইগুলি মেনে চললে ডায়াবিটিস ঠেকানো যায়, নিয়মিত ব্লাড সুগার পরীক্ষা করলে। আপনি যদি ডায়াবিটিস রোগ শুরু হবার ঠিক আগের পর্যায়ে থাকেন তাহলে ডায়াবিটিস ঠেকাতে পারেন। আর যদি ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন তাহলেও হতাশা হবেন না, এ রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রক্তে সুগার কমে গেলে

একে বলে হাইপোগ্লাসেমিয়া। ওয়ার্নিং উপসর্গগুলি যেমন, আড়ষ্টতা, বুক ধড়ফড়, ঘুমার্ততা

অতিরিক্ত ঘাম, মেজাজ বদল, ঘ্রকের মলিনতা, মুখের চারপাশে যন্ত্রণা, কম শোনা এবং কম দেখা। যদি আপনি দেখেন আপনার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেছে এমন কিছু খান বা পান করুন যাতে পনেরো গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে।

কোন বয়সে হয়

ডায়াবিটিস এখন আর চল্লিশের রোগ নয়। কুড়ি এবং তিরিশের ঘরে যাদের বয়স তাদেরও ডায়াবিটিস হচ্ছে। অনেকে শারীরিক জটিলতার পর বুঝেছেন যে তাদের ডায়াবিটিস হয়েছে। কম বয়সে ডায়াবিটিস হওয়ার অন্যান্য কারণও আছে। বিশেষভাবে দায়ী অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা, মানসিক চাপ। আপনার এবিসিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ মানে গ্রাইকেটেড হিমোগ্লোবিন। বি মানে ব্লাড প্রেশার, সি মানে কোলেস্টেরল।

(১১ই মার্চ, ২০১৭, এইসময় পত্রিকা, তথ্যসূত্র এবং উইকি পিডিয়া) তথ্য সঙ্কলক - অশোক রঞ্জন ধর।

সকলের প্রিয় প্রয়াত মনুদার

(মনোতোষ দাস) স্মরণে

প্রশান্ত কুমার ধর

মনুদা নেই, কোন মতেই মন সায় দিচ্ছে না। তবুও মেনে নিতে হবে প্রকৃতির নিয়মকে। মনুদা বহুত্বের মধ্যে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। নিজেকে বিভিন্ন গণসংগঠনে যুক্ত রেখেছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সম্মানজনক পদে ছিলেন এবং উজ্জ্বলতর দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বেথুন ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তিনি সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে যুক্ত ছিলেন এবং সমস্ত কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন।

ঠান্ডা মাথায় বুদ্ধিদীপ্ত বাচনভঙ্গি তাঁর মধ্যে দেখেছি। ঔদ্ধত্য, মিথ্যাচারের কুবাতাস সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বাস্তবকে মেনে চলতেন, কল্পিত কথাবার্তা বলতেন না, যা মানুষের বিপন্নতার চরমে পৌঁছে দিতে পারে।

পরিবারের সকলকে নিয়ে মহা আনন্দে ও শান্তিতে বহুবছর একইসঙ্গে অতিবাহিত করার পর, সকলের মায়া ত্যাগ করে নিয়তির ডাকে মনুদা চলে গেলেন গত ১০ অক্টোবর।

“মনুদা- তুমি থাকবে মোদের হৃদয় মাঝে, শয়নে, স্বপনে, চিন্তা-ভাবনায়।

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, সবাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর প্রীতি, ও শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন নেবেন। আশা করি মহানয়া থেকে আরম্ভ করে লক্ষ্মী পূজা ভায়া বিসর্জন - কার্নিভাল পর্যন্ত শারদীয় উৎসব ও তৎপরে দীপাবলীর সমারোহ পরিবার পরিজন সহ আনন্দে কাটিয়েছেন।

১লা অক্টোবর ছিল বিশ্ব প্রবীণ দিবস। বিশ্ববাসীর সঙ্গে আমরাও এই দিনটি আমাদের সংস্থার উদ্‌যাপন করেছি। আশা ছিল রাজ্য সরকার প্রবীণদের কল্যাণমূলক কোন প্রকল্প ঘোষণা করবে নিদেনপক্ষে বহু প্রতিক্রিয়া “প্রবীণদের জন্য রাজ্যনীতি” কিন্তু বৃথা আশা। বিষয়টি প্রশাসনের কর্তৃক প্রবেশ করাতে প্রবীণ সংগঠন গুলির সম্মিলিত আওয়াজ তোলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমরা এক দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছি। সংবাদে প্রকাশ নদীয়া জেলার এক গ্রামে এক অশীতিপর বৃদ্ধা তারই বাড়ীতে ধর্ষিতা হয়েছেন প্রতিবেশী যুবকের দ্বারা। প্রসঙ্গত এই জেলাতেই ২০১৫তে ধর্ষিতা হয়েছিলেন ৭১ বছরের কনভেন্টের এক সন্ন্যাসিনী। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বছর সন্তরের এক বৃদ্ধাকে ধর্ষনের অভিযোগ উঠেছে বর্ধমান শহরে। এছাড়া, শিশু সহ বিভিন্ন বয়সের মহিলাদের যৌন হেনস্থার খবর প্রায় প্রতি দিনই পাওয়া যায়। তাহলে, আমরা কোথায় কোন রাসাতলে চলেছি? এই ব্যাধি থেকে মুক্তির কি উপায়? দেশের প্রশাসকরা কি বলেন? আমরা কি এগুলিকে সামান্য ঘটনা বলে চুপ করে যাব? কিন্তু তা পারছি না। বিবেকের দংশন ও লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে। কিরকম উত্তর-পুরুষ আমরা রেখে যাচ্ছি। সবার মনটা হয়ত ভারাক্রান্ত করে দিলাম। যাহোক, আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। সাবধানে থাকবেন। ভাল থাকবেন।

